Delhi Public School, Howrah

FINAL EXAMINATION (2024 – 2025)

Class- VII

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (2ND LANGUAGE)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

বিভাগ - ক (বোধ পরীক্ষণ)

১) নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: **(১×৫=৫)**

পিকনিক মানেই মা, মামিমাদের রান্না থেকে ছুটি। ব্যাপার এই রকম "একদিন দল বেঁধে ক'জনে মিলে, যায় খুশিতে হারাতে"।দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বনভোজনের স্বাদও কত পাল্টেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার বনভোজনে যেমন বিরিয়ানি, পোলাও, কোর্মা,কোপ্তা থেকে লিস্টি এসে দাঁড়াত খিচুড়ি সঙ্গে রাজহাঁসের ডিম, আলু ভাজায়।তা শেষ পর্যন্ত কী জুটল না জুটল সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু টেনিদা, হাবুল, প্যালা, ক্যাবলাদের মতো পিকনিকের একটা আয়োজন শীতের সপ্তাহান্তে অনেকেই করে।'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'গল্পেও ফেলুদা পর্যন্ত কি না রহস্য সন্ধান করতে করতে পিকনিক সেরে এসেছেন রাজাবাপ্পার জঙ্গলে। সুতরাং শীত কাতুরে বাঙালি লোকলস্কর, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে পিকনিকে না গেলে শীতকালটাই বৃথা হয়ে যায়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের লেখা 'প্রথম কদম ফুল' গল্পে যা পরে সিনেমা হয়েছিল সেখানে আমরা মান্না দের গলায় শুনি "বিরিয়ানি কোর্মা পটলের দরমা, মিলেমিশে হয়ে যায় প্যারিসের ছেঁচকি"। শাল পিয়ালের জঙ্গলের মাঝে এ জাতীয় অপটু হাতের রান্না শাল পাতার বুকে যেন এক মায়াবী দুপুর তৈরি করত।

বনভোজনের স্থান নির্বাচন কমসম ব্যাপার না। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের দমদমের সাজানো বাড়ির মতো বাড়ি নাকি উস্রি নদীর ধারে ... কোথায় যে চড়ুইভাতি হবে তা নিয়ে জল্পনার শেষ থাকে না। তবে প্রথম পিকনিক শুরু হয়েছিল ঘরের মধ্যেই। ফরাসি বিপ্লবের পরে অস্ট্রিয়া,প্রাশিয়া ও ইংল্যান্ডে চলে যান ফরাসি অভিজাতরা। আর তাঁদের সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে পিকনিকের কালচার।আসলে ফরাসি শব্দ 'পিক' মানে নেওয়া আর নিক অর্থাৎ অল্প পরিমাণের সঙ্গতেই ভরে উঠতে থাকে পিকনিকের ভাঁড়ার ঘর। মহাভারতের সময়েও দেখা যায় বনভোজনের চিত্র। কৃষ্ণ, বলরাম ও অর্জুনের বনভোজনের তালিকায় রয়েছে হরিণ ও তিতির পাখির মাংস ও নানা ফল।পরাধীন ভারতে সাহেবরাও বন্দুক উঁচিয়ে জঙ্গলে যেতেন। মনে আসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অপু, দুর্গার বনভোজনের কথা।– "অপু বলে, - বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন- ...বিনি খাইতে খাইতে একটু ভয়ে ভয়ে বলিল- একটু তেল আছে দুগগাদি? ... অপু বলিল – মাকে কি বলবি দিদি? ... দুর মাকে কখনো বলি!" এও এক অগোছালো শৈশবের খেয়াল খুশির বনভোজন।

পিকনিক মানে একটা দিন নদীর জলে পা ডুবিয়ে বন্ধুর কাছে মনের আগল খোলা। যেমন 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী মন খুলেছিল বিহারীর কাছে। আবার পিকনিক মানে "হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন করবো- কেমন তো,"

ক) 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' গল্পটি কার লেখা?

খ) বিরিয়ানি কোর্মা পটলের দরমাকে মিলিয়ে দিলে কী হয়?

গ) পিকনিক কবে ঘরের বাইরে পা রেখেছে?

ঘ) "হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন করবো- কেমন তো," – আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার মনের কোন্ দিক ফুটে উঠেছে লেখো।

ঙ) 'অরণ্য' বোঝাতে আলোচ্য অনুচ্ছেদটিতে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে?

২) নিচের পদ্যটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: **(১×৫=৫)**

সাহেব কহেন, "চমৎকার! সে চমৎকার!" /মোসাহেব বলে, "চমৎকার সে হতেই হবে যে!
হুজুরের মতে অমত কার?" /সাহেব কহেন, "কী চমৎকার,
মোসাহেব বলে, "হুজুরের কথা শুনেই বুঝেছি, /বাহাহা বাহাহা বাহাহা!"
সাহেব কহেন, "কথাটা কি জান? সেদিন..." /মোসাহেব বলে, "জানি না আবার?
ঐ যে, কি বলে, যেদিন ..." /সাহেব কহেন, "সেদিন বিকেলে
বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।" /মোসাহেব বলে, "আহা হা, শুনেছ?
কিবা অপরূপ গল্প!" /সাহেব কহেন, "কি বলছিলাম,
গোলমালে গেল গুলায়ে!" /মোসাহেব বলে, হুজুরের মাথা ! গুলাতেই হবে।
দিব কি হস্ত বুলায়ে?" ... /সাহেব কহেন, "হ'ল না বেড়ানো,
ঘরেই রহিনু বসিয়া!" /মোসাহেব বলে, "আগেই বলেছি! হুজুর কি চাষা,
বেড়াবেন হাল চষিয়া?" ... /সাহেব কহেন, "জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত
হনুমান আর অপদেব!" /"হুজুরের চোখ যাবে কোথা বাবা?"
প্রণামিয়া কয় মোসাহেব।।

ক) মোসাহেব বলে, "চমৎকার সে হতেই হবে যে!" – মোসাহেব কেন বলেছিল চমৎকার হতেই হবে?

খ) সাহেব কাকে হনুমান বলেছেন?

গ) আলোচ্যমান কবিতাটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

ঘ) মোসাহেব চাষির সঙ্গে কার তুলনা করেছেন?

ঙ) মোসাহেব বলে, "আগেই বলেছি! হুজুর কি চাষা, / বেড়াবেন হাল চষিয়া?" – সাধু ভাষায় লেখো।

বিভাগ-খ (ব্যাকরণ)

৩) শূন্যস্থান পূর্ণ করো: **(০.৫×৬=৩)**

ক) ব্যঞ্জনবর্ণ+ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ+স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণ+ব্যঞ্জনবর্ণ = _____।

খ) বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক, তাই হল _____।

গ) 'সুন্দর' বিশেষণ শব্দটিকে দুইয়ের মধ্যে তুলনা করলে হয় _____।

ঘ) পূরণবাচক শব্দগুলি _____ থেকে গৃহীত।

ঙ) আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক, তবু অনেক ক্ষেত্রেই আজও আমরা _____।

চ) লক্ষ্মণ ছিলেন সুমিত্রার পুত্র, তাই তাঁর আর এক নাম _____।

৪) সূত্রসহ সন্ধি করো: (যে কোন দুটি) **(১×২=২)**

ক) ঋক্ + বেদ খ) যজ্ + ন গ) কিম্ + বা

৫) সূত্রসহ সন্ধি বিচ্ছেদ করো: (যে কোন দুটি) **(১×২=২)**

ক) সংগীত খ) পদ্ধতি গ) উল্লিখিত

৬) নিচের দাগ দেওয়া পদগুলির কারক,অ-কারক সম্পর্ক এবং বিভক্তি ও অনুসর্গ উল্লেখ করো:(যে কোন পাঁচটি) **(১×৫=৫)**

ক) "**বাপে-মায়ে** নাম রাখিলেন নিরুপমা।"

খ) **ওলো** সই, আমার ইচ্ছে করে তোদের সাথে মনের কথা কই।

গ) **উত্থানে-পতনে** অবিচল থাকো।

ঘ) **ধন** অপেক্ষা মান অনেক বড়।

ঙ) **দেশের** জন্য বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন।

চ) ছেলেটাকে **বেত** মেরেছে।

ছ) ময়রা **সন্দেশ** বানায়।

৭) নিচে দেওয়া ছকটি পূর্ণ করো: **(০.৫×৪=২)**

মূল বিশেষণের রূপ	দুইয়ের মধ্যে তুলনার রূপ	বহুর মধ্যে তুলনার রূপ
	মহত্তর	মহত্তম
প্রিয়		প্রেষ্ঠ/ প্রেষ্ঠা
	থেকে লাজুক	সবার চেয়ে লাজুক
উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্টতর	

৮) নিচের সংখ্যাগুলিকে বাংলা শব্দ ও পূরণবাচক শব্দে লিখলে কী হয় তা লেখো: **(১×৪=৪)**

ক) ২০ খ) ১২ গ) ৪২ ঘ) ৫৭

৯) নিচের বাক্যগুলো সংক্ষেপ করে লেখো: **(০.৫×৪=২)**

ক) তোমরা কি অন্য জন্মে বিশ্বাসী?

খ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ যিনি ইতিহাস জানতেন।

গ) যে মানুষ পরিশ্রম করতে চায় না, সে জীবনে কখনো সফল হয় না।

ঘ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এরাই আমাদের পথ দেখান।

১০) নিচের শব্দগুলোর পাশে একটি করে বিপরীতার্থক শব্দ বসাও এবং সেই শব্দ-যুগল দিয়ে বাক্য রচনা করো: **(১×২=২)**

ক) ভোগী খ) বিসর্জন

১১) উপযুক্ত বাগধারা ব্যবহার করে বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করো: **(০.৫×২=১)**

ক) শতবর্ষে পা দেওয়া গায়ক মহম্মদ রফি, সুরকার সলিল চৌধুরী ও সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে আকাশবাণী ভবনে যেন ...

খ) নাতি, নাতনিরাই দাদু, ঠাকুমার ...

১২) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: **(০.৫×৬=৩)**

ক) আ + চর্য = ?

a) অত্যধিক b) আশ্চর্য c) আচার্য

খ) "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি? – 'রক্তে' শব্দটি

a) করণ কারক b) অপাদান কারক c) কর্ম কারক

গ) সংস্কৃতে যা একশত, বাংলায় তাইই:

a) এক সহস্র b) একশো c) এক লাখ

ঘ) যা ডুবে যাচ্ছে তা যদি ডুবন্ত হয়, তবে যা ফুটছে তা হবে:

a) জ্বলন্ত b) নিভন্ত c) ফুটন্ত

ঙ) ইউক্রেন, আফগানিস্তানের যুদ্ধ আবারও একবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমরা যুদ্ধ নয় _____ চাই।

a) মিত্রতা b) শান্তি c) মুক্তি

চ) বহুর মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে সব চেয়ে, সবার থেকে এছাড়াও যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল:

a) সব চাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবার সেরা b) সব চাইতে, সর্বাপেক্ষা, একটু কম c) অনেক, একটু কম, সব চাইতে

বিভাগ-গ (সাহিত্য)

১৩) একটি বাক্যে উত্তর দাও: **(১×৫=৫)**

ক) 'নিষাদ' বলতে আমরা কাদের বুঝি?

খ) বসন্তকালের বৈশিষ্ট্য কী?

গ) আমরা 'ইংরিজির স্যার' গল্পে বরুণের চোখ দিয়ে স্যারের চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য দেখতে পাই তা লেখো।

ঘ) "সেই মাঠে আর হয় না খেলা" – মাঠে এখন আর খেলা না হওয়ার অসুবিধাটি কোথায়?

ঙ) "তুমি কে?" – আলোচ্যমান উক্তিটি কারা কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল?

১৪) অর্থ লেখো: **(০.৫×৪=২)**

ক) নিক্ষেপ খ) ক্যাংলা গ) আড়ষ্ট ঘ) শমন

১৫) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

ক) 'ইংরিজির স্যার' গল্পে লেখক কেন ইংরাজি স্যারের কলমটি ফেরত দেন নি? **(২)**

খ) "চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?" – আলোচ্যমান পঙক্তিটির মধ্যে দিয়ে কবি আমাদের জীবনের কোন চরম সত্যের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন? **(৩)**

গ) "তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটিয়া আমাকে দাও" – আলোচ্যমান উক্তিটি দ্রোণাচার্য কখন করেছিলেন? একজন শিক্ষার্থী হিসাবে তুমি কী মনে কর দ্রোণাচার্যের এ জাতীয় দক্ষিণা চাওয়া উচিত হয়েছিল যুক্তি দিয়ে লেখো। **(২+৩=৫)**

১৬) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: (যে কোন একটি) **(৫)**

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন;-

অথবা

খেলতে খেলতে কতরকম
ঝগড়া মারামারি,
হাততালিতে কান পাতা দায়
'ওভার বাউন্ডারি'।

১৭) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: **(০.৫×৬=৩)**

ক) 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি বঙ্গ জননীর প্রতি কবির-

a) আত্ম-নিবেদন b) আত্ম-সম্মান c) আত্ম- সমালোচনা

খ) "সেই মাঠে আর হয় না খেলা / বাড়ির পাশে _____',

a) গাড়ি b) বাড়ি c) ছেলেবেলার সারি

গ) "যখনই কলকাতায় ফিরব, তোমরা এসো দেখা করতে ..." – আলোচ্যমান কথাটির মধ্যে দিয়ে ইংরাজি স্যারের মানসিকতার কোন্ দিক ফুটে উঠেছে?

a) ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা b) পুরনো সময়কে ফিরে পাওয়া c) বরুণকে সান্ত্বনা দেওয়া

ঘ) "মধুহীন কোরো না গো তব মনঃকোকনদে" – আলোচ্যমান পঙক্তিটিতে 'মধুহীন' বলতে কবি বুঝিয়েছেন-

a) নিজেকে b) পদ্মফুলকে c) কাউকেই না

ঙ) 'ইংরিজির স্যার' গল্পে স্যার ও 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা' গল্পের দ্রোণাচার্য- এই দুই শিক্ষকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল:

a) সময়ের b) আর্থিক অবস্থার c) মানসিকতার

চ) "সুতরাং রাজপুত্রদের আর শিকার করা হইল না।"-

কারণ (অ): একলব্য সাতটি শর মেরে রাজপুত্রদের কুকুরের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।

কারণ (আ): রাজপুত্ররা একলব্যের শর মারার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

a. কারণ (অ) ঠিক, কিন্তু কারণ (আ) ভুল
b. কারণ (অ) ভুল, কিন্তু কারণ (আ) ঠিক
c. কারণ (অ) এবং কারণ (আ) দুটোই ভুল

বিভাগ-ঘ (সহায়ক পাঠ)

১৮) একটি বাক্যে উত্তর দাও: **(১×৪=৪)**

ক) স্বামী বিবেকানন্দ কত সালে দেহত্যাগ করেন?

খ) ভগবান বুদ্ধদেব কোথায় বসে তপস্যা করেছিলেন?

গ) রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকার নাম কী?

ঘ) 'বেলুড় মঠ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

১৯) 'ছেলেদের বিবেকানন্দ' বইটি পড়ে বিবেকানন্দের চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক তোমার ভালো লেগেছে যা তুমি তোমার জীবনে কাজে লাগাতে চাও তা লেখো। **(৩)**

২০) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো: **(০.৫×৪=২)**

ক) স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন –

a) কর্মযোগী b) ধর্মযোগী c) জ্ঞানযোগী

খ) স্বামী বিবেকানন্দ লোকান্তরিত হন-

a) ৩৯ বছর বয়সে b) ৩৮ বছর বয়সে c) ৩৭ বছর বয়সে

গ) 'যত মত তত পথ' কথাটি বলেছিলেন-

a) স্বামী বিবেকানন্দ b) শ্রীরামকৃষ্ণ c) ভগিনী নিবেদিতা

ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ পাঁচিল টপকে মঠের ভেতরে চলে এসেছিলেন।

কারণ (অ): মঠের সন্ন্যাসীরা রাত হয়ে যাওয়ায় কেউ মঠের দরজা খোলেন নি।

কারণ (আ): তাঁর খুব খিদে পেয়েছিল।

a. কারণ (অ) ঠিক, কিন্তু কারণ (আ) ভুল
b. কারণ (অ) ভুল, কিন্তু কারণ (আ) ঠিক
c. কারণ (অ) এবং কারণ (আ) দুটোই ভুল

বিভাগ-ঙ (সৃজনশীল রচনা)

২১) পত্র রচনা করো: **(৫)**

দোল শুধুমাত্র রঙের উৎসব নয়। দোল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় ঘোষণা করে, তোমার এই অনুভূতির কথা জানিয়ে তুমি তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

অথবা

বন্য পশুরা তাদের বন্য জীবন ছেড়ে বন থেকে লোকালয়ে চলে আসছে- এই বিষয়টি অবলম্বনে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।

২২) সারাংশ লেখো: (যে কোন একটি) **(৫)**

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়? বরকতের রক্ত
হাজার যুগের সূর্যতাপে জ্বলবে এমন লাল যে
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে!
প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে, তিতুমীরের কন্যা।
চিনতে না কি সোনার ছেলে, ক্ষুদিরামকে চিনতে?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে, মুক্ত বাতাস কিনতে? ...
প্রভাতফেরী প্রভাতফেরী আমায় নেবে সঙ্গে,

বাংলা আমার বচন আমি জন্মেছি এই বঙ্গে।

অথবা

জীবনের পথে চলতে হবে সৈনিকের মতো। লজ্জা, সংকোচ দূরে সরিয়ে মুখোমুখি হতে হবে বাস্তবের। অপমানিত মানুষ মাথা উঁচু করে চলতে জানে না। বিহ্বল অবস্থা না কাটিয়ে উঠতে পারলে সিদ্ধান্ত নেবার মত মানসিকতা গড়ে ওঠে না। দৃঢ় আত্মসচেতন ব্যক্তিই পারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে। ভয় যদি চেপে বসে তাহলে কোন কাজেই সাফল্য আসবে না। ভয়কে জয় করতেই হবে। যদি আমরা ভয়কে জয় না করতে পারি তবে আমাদের মধ্যে কোনোদিন সৎসাহস জাগবে না, স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলতে পারবো না।পৃথিবীর পথে পথে গোলাপ ছড়ানো নেই। অনেক কাঁটার পথ পার হয়ে তবেই অর্জন করতে হয় সাফল্যের রক্তগোলাপটি। আর সেজন্য সাধনার প্রয়োজন। কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে উঠতে হয়। তার জন্য চাই একাগ্রতা, চাই নিষ্ঠা আর জেদ। ভয়ে সংকোচে জড়সড় হয়ে থাকলে পৃথিবীর মানুষ তাকে কোনোদিনই গুরুত্ব দেবে না। পৃথিবীতে নিজের স্থানটুকু করে নেবার জন্য হতে হবে সাহসী। নিজেকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে না পারলে যোগ্যতার স্থানটি চিরদিন রয়ে যাবে নাগালের বাইরে। তাই দেরি নয়-নিজেকে সম্মানিত করে তুলতে অধ্যবসায়ী হতে হবে এখনই। সংকোচ, ভয়, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে কর্মকেই ঈশ্বর ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।